রৌমারীতে এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি নেয়ার অভিযোগ

সংবাদ : প্রতিনিধি, রৌমারী (কুড়িগ্রাম)

| ঢাকা , রোববার, ১৭ নভেম্বর ২০১৯

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে রৌমারীতে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নেয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। চলতি বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের এক নির্দেশনায় অতিরিক্ত ফি আদায় না করার জন্য বলা হলেও সে নির্দেশনা মানছে না বেশিরভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, ৪ নভেম্বরের দশম শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন স্কুল থেকে ১১ নভেম্বর ফরম পূরণের শেষ দিন বলে জানানো হয়। এ সময় টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সকল শিক্ষার্থীদের কাছে ২ হাজার ৬শ টাকা নিয়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম। এতে বিপাকে পড়েন অনেক অভিভাবক। হুট করে এভাবে টাকার জোগাড় করা অনেকের

জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অভিভাবকদের কাছ থেকে ফরম পূরণ বাবদ বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ২ হাজার ৬০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। আর মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য ২ হাজার ৪শ ৫০ টাকা করে নেয়া হচ্ছে। তবে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের কোনো রশিদ দেয়া হচ্ছে না। তবে বাড়তি ফি নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো কিছু আড়াল না করেই সরাসরি নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন ফি'র তালিকা। তবে অধ্যক্ষ মো. বদিউজ্জামান বলেন, ফরম পূরণ বাবদ বোর্ডের নির্ধারিত ফি'র বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেয়া হয়নি। নোটিস বোর্ডের বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, হয়ত কারও আগের বকেয়া ফি রয়েছে তা মিলিয়ে নেয়া হতে পারে। অভিভাবকদের অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, অভিভাবকরা ঠিক কথা বলেননি। তবে অধ্যক্ষ আরও বলেছেন, ফরম পূরণে ৩ হাজার ৬০০ টাকাও নিতে পারি। তাতে কোন সমস্যা নেই।

অতিরিক্ত টাকা নিয়ে রশিদ না দেয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে তিনি বলেন, স্কুলের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তাই কোন রশিদ দেয়া হচ্ছে না। তবে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বলছেন ভিন্ন কথা।

বাণিজ্য বিভাগের জাহাঙ্গীর আলম নামের শিক্ষার্থী বলেন, আমার কাছ থেকে ২ হাজার ৬০০ টাকা রাখা হয়েছে। কোনো রশিদ দেয়া হয়নি। আমরা রশিদ চাইলে দেয়া যাবে না বলে জানান, সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম।

স্কুল রেকর্ডে আমার ছেলের আগের কোন টাকা বকেয়া নেই।

অপরদিকে চর শৌলমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি ফরম পূরণে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২ হাজার ৩শ ৫০ টাকা নেয়া হচ্ছে। ওই স্কুলে একাধিক শিক্ষার্থী হাসান মোল্লা, মহসিন, মাজেদুল জানান, আমাদের কাছ থেকে ফরম পূরণ বাবদ ২ হাজার ৩শ' ৫০ টাকা নিয়েছে। স্যারেরা রশিদও দিয়েছে। রশিদে দেয়া আছে, ফরম পূরণ বোর্ডের নির্ধারিত ফি'র টাকা, উন্নয়ন ফি ৩০০ টাকা ও বোর্ডে যাতায়াত ফি ২০০ টাকা আদায় করেছে।

ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা নেয়ার বিষয় জানতে চাইলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. খলিলুর রহমান জানান, ফরম পূরণের টাকা আমি একা নেইনি আমার প্রতিষ্ঠানের গভার্নিং বডির সভাপতি ও স্টাফের আদেশে আমি অতিরিক্ত টাকা নিয়েছি। কিন্তু আমার ফরম পূরণের রশিদ রয়েছে।

এদিকে শৌলমারী এমআর স্কুল অ্যান্ড কলেজে এসএসসি ফরম পূরণে প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর কাছ থেকে ২ হাজার ৫শ থেকে ৩ হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। ওই স্কুলের মোকছেদ ইসলাম নামের শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলে, স্কুলে ফরম পূরণ করতে আসলে স্যারেরা আমার কাছে ২ হাজার ৫শ' টাকা চায়। কিন্তু আমি বোর্ডে নির্ধারিত ফি'র বাইরে কোন টাকা দিতে রাজি হয়নি।